আহমেদ ফিরোজ

সতর্ক জীবন

সতর্ক সঙ্গম জীবনভর, কিছুটা প্রাণহীন বিবাহিত-জীবনের এইসব আচার-নিয়ম
নিজেদের সযত্নে বাঁচিয়ে অসংখ্য দুঃখের রাত্রি পাড়ি দেওয়া, যেন কাঁটার আঘাত
ফুলে ফুলে মিলনের সুর, সিনেমার অংশ-ভাগ উঠে আসে জীবনের অববাহিকায়
আসলে অচেনা-অজানা কীটের মত ফেলে নিয়মিত জীবনের নিমন্ত্রণ পরিণত হয়
শুভকামনায়;
প্রথম রক্তপাতের চিহ্ন নারীকে গর্বিত করে, গবেট পুরুষ ছাগল হাসায়
শ্মশানে পোড়ানো হাড় দেখে প্রেম করতে দেখেছি, পাগল এমনি
প্রতিদিন জন্মায় ঘরের ভেতরে, বাইরে ভেজানো দরজা, চেনা ঘাটে মাঝি কখনো থাকে
না
জলকেলিতে নারীর রূপ অপরূপ, থুতনিতে জলঝিলিকের মহারূপ;

সতর্ক জীবন, কিছুটা সঙ্গম, বিবাহিত-জীবনের প্রাণ আচার-নিয়মে
বিবাহ-বার্ষিকী প্রশ্ন তোলে নতুন দিনের কাছে, আমাজন বন এলো কোত্থেকে;

নোটবুক খুঁজি, বারবার লিখি জন্মতারিখ, বালুচরে জঙ্গলের খোঁজ
ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে হাঁটি, অন্ধকারে যাই না, বলি না পোকার জীবন.....

আমেরিকা

মার্কিনিদের নৈঃশব্দ প্রিয় ছিল না কখনো—
কঠিন ধাতব লাইব্রেরির ইতিহাসে, রিডিং রুমে লুকানো-সাজানো ফাঁদ
মুখোশ ভেতরে; সামনে যেমন কোকাকোলা, ইসরাইলের ধাঁধার গোলক-পেঁচানো
কভার
বিজ্ঞাপনের পর্দা জুড়ে রণরক্ত, যেন মীমাংসিত সবকিছু
ফিলিস্তিনে শিশু পড়ে আছে রাস্তায়, অথচ বিশ্ববিবেকের জাতিসংঘ নিরুপায়;

চারদিকে বিক্ষোভ, স্লোগান, পুলিশগাড়ির সাইরেন
পাসপোর্ট মেলে না ইসরাইলে, অথচ ব্যবসা রমরমা
বসন্তবিকেলে আলো দেখি না, অসংখ্য বাসস্টপে দাঁড়ানোর দরকার নেই
গভীরের বাস্তবতা বলে কিছু নেই, সবই রক্তের দরদাম, তেলাবধি কাল
যমজ জীবন পেয়ে মানুষেরা মায়াবী-দর্পণ খোঁজে, অন্যকে দেখে না....

মার্কিনিদের ইসরাইল আছে, সৌদি আরবের বন্ধুত্ব সবার জানা
রাত্রিরা নিঃসঙ্গ হলে জ্যোৎস্না অভিসারে ভাঙে, জেনো সব কথা নারীর বলতে মানা....